দেওয়ানা মদিনা

আসকার ইবনে শাইখ

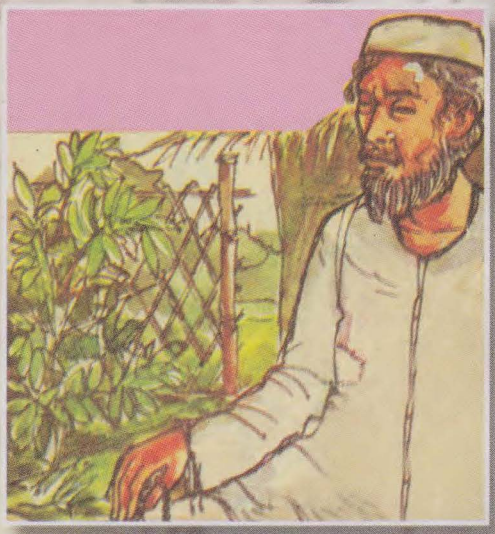

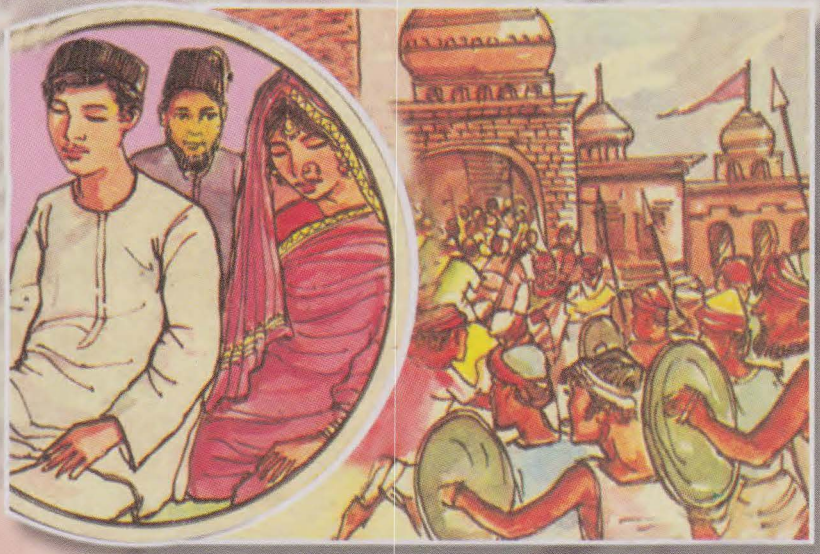

কাছারী ঘরের সামনে আলাল-দুলালকে নিয়ে শোকাকুল দেওয়ান সোনাফর বসে বসে ভাবে।

সিলেট জেলার বান্যাচঙ্গ গ্রাম। সেই গ্রামের দেওয়ান সোনাফর বড় জমিদার। ধন-দৌলত, লোক-লস্কর কোন কিছুরই অভাব ছিলনা তাঁর তবু মনে শান্তি নেই।

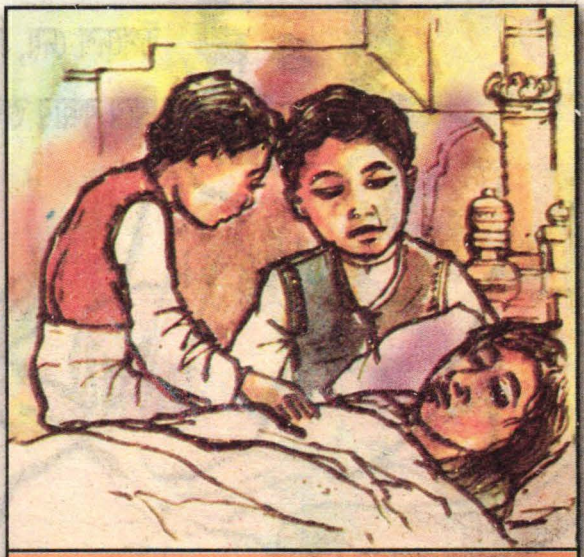

আলাল দুলাল এই দুই কিশোর সন্তানকে রেখে মারা গেছেন দেওয়ানের স্ত্রী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দেওয়ান আলাল-দুলালকে সৎ মার কাছে পাঠান না কোন সময়। জমিদারীর কাজ-কাম দেখেন দেওয়ান। আলাল-দুলাল থাকে তাঁরই আশেপাশে।

এদিকে দেওয়ানের স্ত্রী ভাবে ঃ

সতীন পুতেরে করে কতনা আদর!
ফিরিয়া না চায় মোর পানে
এক নজর।

ক্রমে সতীন-পুতেরা তার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। খাওয়া-লওয়া ভাল লাগেনা। সব সময়ই চিন্তা, কি করে এই গলার কাঁটা দূর করা যায়!

www.pathagar.com

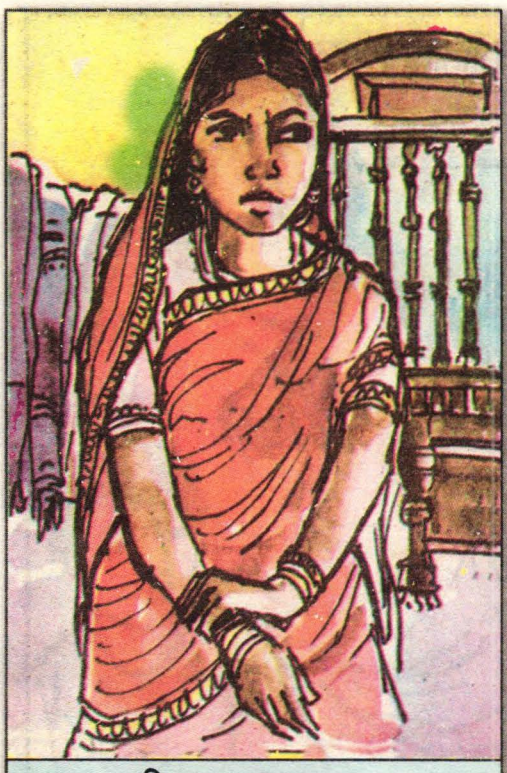

শেষে একদিন মতলব করে সৎমা।
চোখে জ্বলে ওঠে তার হিংসার আগুন

সৎমা কান্না জুড়ে দেয় নিজের ঘরে বসে।

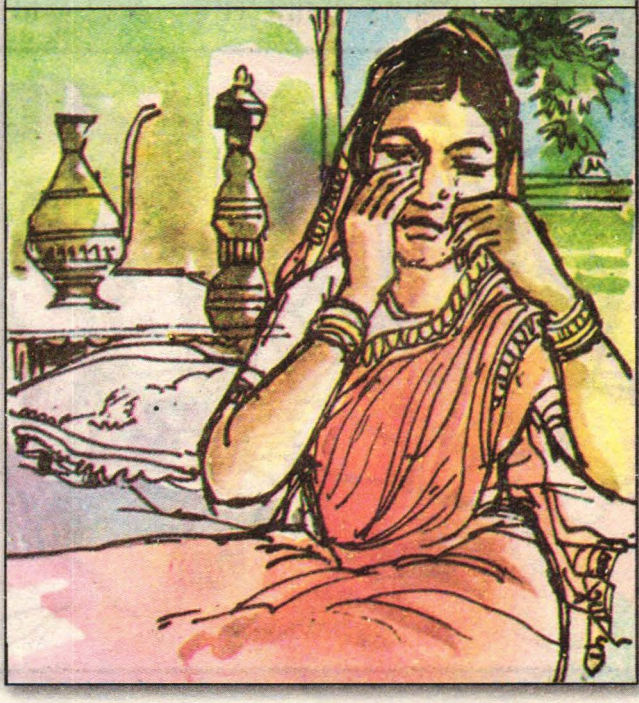

আমি সৎমা বলে আলাল-দুলালকে
আমার কাছ থেকে দূরে রাখেন।
আর মানুষ আমার বদনাম করে!
আমি কি তাদের পর?
আমার কি সাধ হয় না
মায়ের মত তাদেরকে
আদর করি?

খবর পেয়ে ছুটে আসেন দেওয়ান
সোনাফর। স্ত্রী তখন কেঁদে কেঁদে কয় ঃ

www.pathagar.com

আদর-যত্নের সীমা থাকেনা আলাল-দুলালের! সৎ মা নিজের হাতে সাজায় তাদের!

নিজের কাছে বসিয়ে খাওয়ায়।

www.pathagar.com

দিন যায়। বর্ষা আসে। দু'কুল ভাসানো হাওরে বর্ষার পানি টল্‌মল করে! হাওর তো নয়, যেন এক সাগর! কূল নেই, কিনারা নেই।

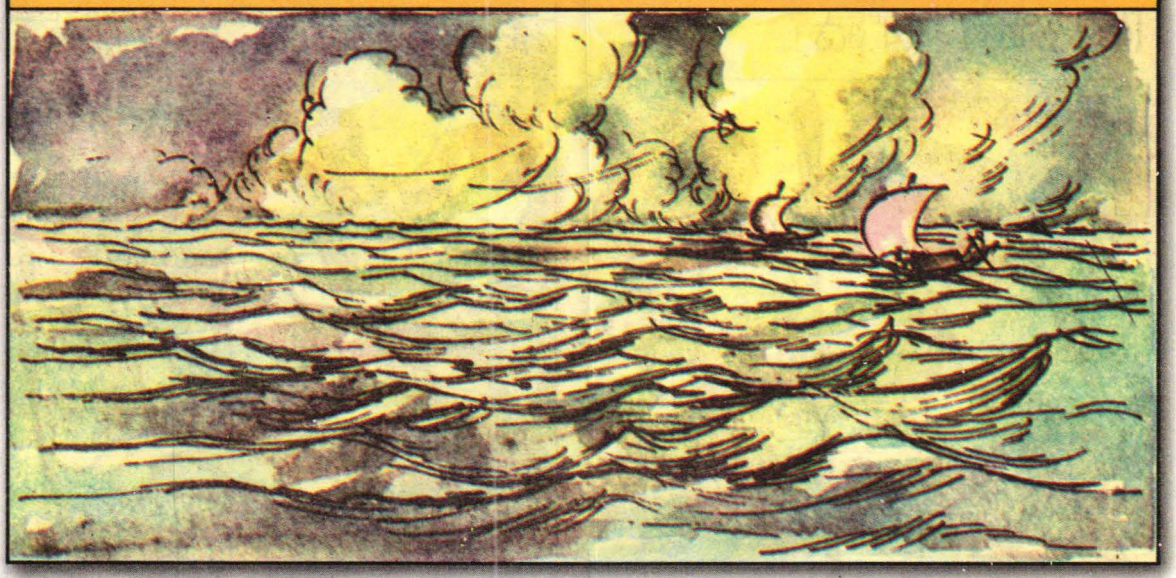

সৎমা এদিকে আলাল-দুলালকে মেরে ফেলার মতলব করে। সে জল্লাদকে ডেকে পাঠায়।

দৌড়ের নায়ে করে আলাল-দুলালকে নিয়ে যাবে হাওরে। তারপর-

বিশ পুড়া জমির লোভে জল্লাদ আত্মহারা। রাজী হয় যে কোন কাজ করতে সৎমার কথায়।

www.pathagar.com

কথামত একদিন নৌকা-বাইচের আরং দেখাতে জল্লাদ আলাল-দুলালকে নিয়ে গিয়ে দৌড়ের নায়ে ওঠে।

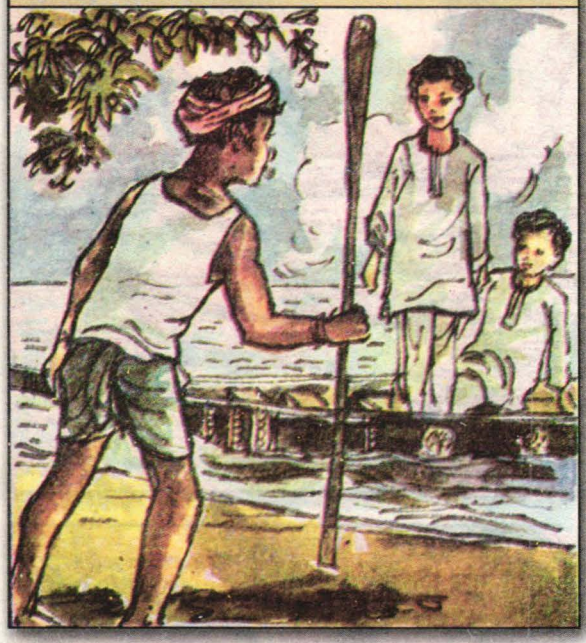

অদূরে দাঁড়িয়ে দেখে সোনাফর-দেওয়ান ও সৎমা।

ঢেউ এর পর ঢেউ কেটে দৌড়ের নাও এগিয়ে চলে। জল্লাদের সঙ্গে আলাল আর দুলাল।

এক সময় জল্লাদের চেহারায় ফুটে ওঠে দানবীয় রূপ।

www.pathagar.com

জল্লাদের কথা শুনে ডুকরে কেঁদে ওঠে দুই ভাই।

আগে যদি জানতাম সতাই
এইতোমার মনে,
পালাইয়া দুই ভাই থাকতাম
ফির‍্যা বনে বনে।

ছেড়ে দেওয়ার জন্য, প্রানে না মারার জন্য দুই ভাই কত অনুরোধ করে জল্লাদকে !

এই অঞ্চল ছেড়ে আমরা চলে যাব।
বিশপুড়া জমি তুমি ঠিকই পাবে

কথাটা শুনে জল্লাদ ভাবেঃ

তাইতো, তাই করলে জমিও পাব,
আর মানুষ মারার পাপ
থেকেও বাঁচব।

www.pathagar.com

হঠাৎ তাকিয়ে জল্লাদ দেখে ঃ

এক সাধু সদাগরের বাণিজ্যের নাও আসছে।

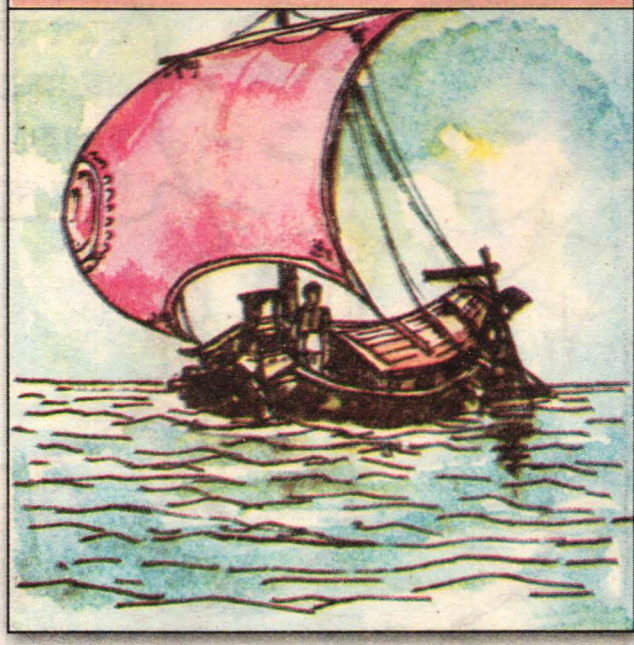

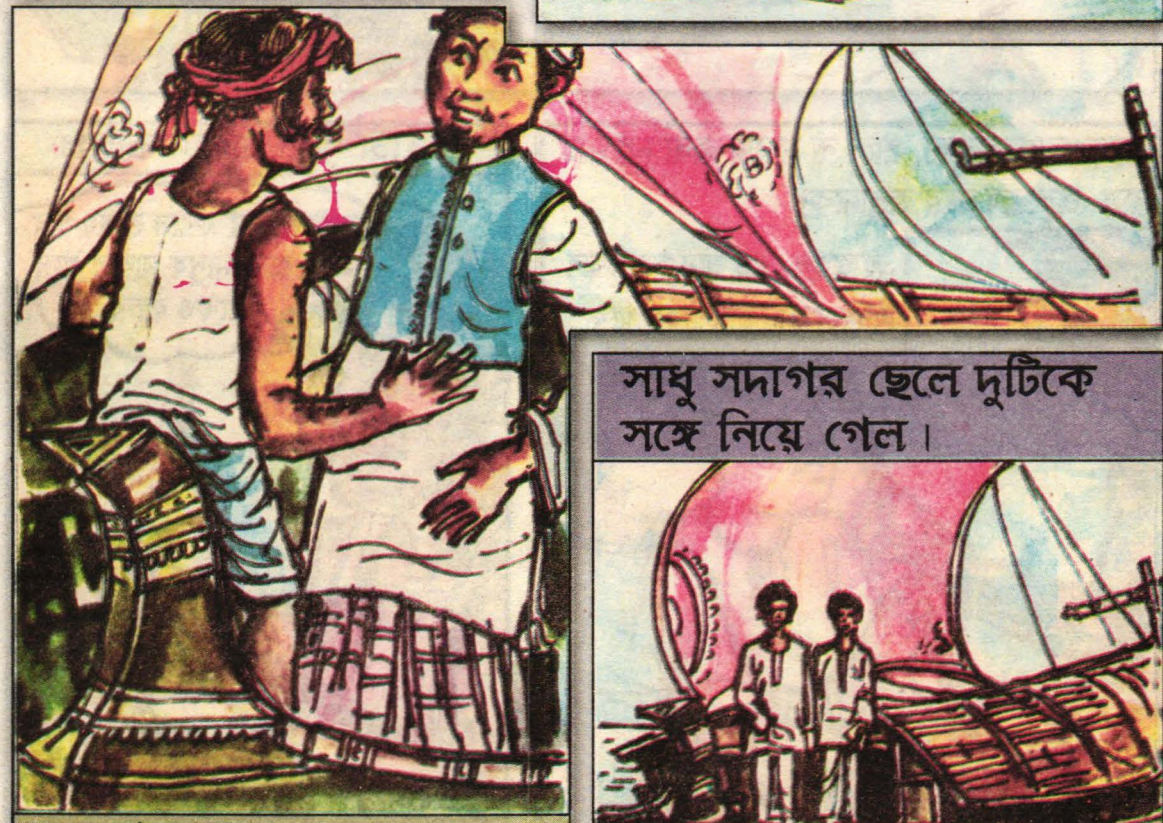

সাধু সদাগর জল্লাদের চেহারা দেখে ডাকাতের নৌকা মনে করে তার নৌকায় এল। জল্লাদ ভয় পেয়ে সব বলল।

সাধু সদাগর ছেলে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

www.pathagar.com

একদিন ধনু নদীর তীরে কাজল কান্দা গ্রামের ঘাটে ভিড়ল এসে সাধু সদাগরের নাও

কাজল কান্দা গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ী থেকে অনেক ধান কিনল সাধু সদাগর।

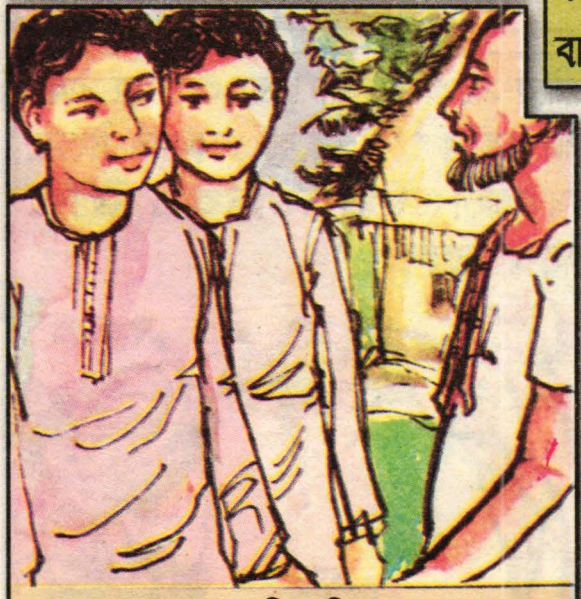

ধানের বদলে মুল্য দিল কি? আলাল-দুলাল দুই ভাইকে। গৃহস্থ দুই ভাইকে পেয়ে খুশী

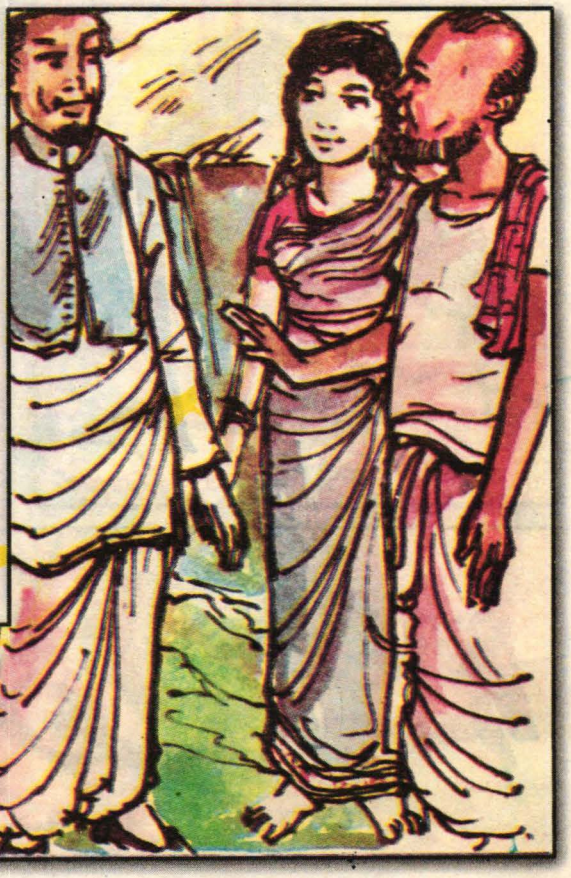

এদেরে পেলে ধানের দাম আর চায় না সে। গৃহস্থের পাশে দাঁড়িয়ে তখন তারই কিশোরী মেয়ে মদীনা।

www.pathagar.com

সারাদিন গরু রাখে দুই বেলা খাইয়া,
মনের দুঃখে আলাল একদিন গেল পলাইয়া।

দুলাল সেই গৃহস্থের বাড়ীতেই থাকে। দুলালের সঙ্গে মদীনার খুব ভাব। এক সঙ্গেই তারা খেলা করে।

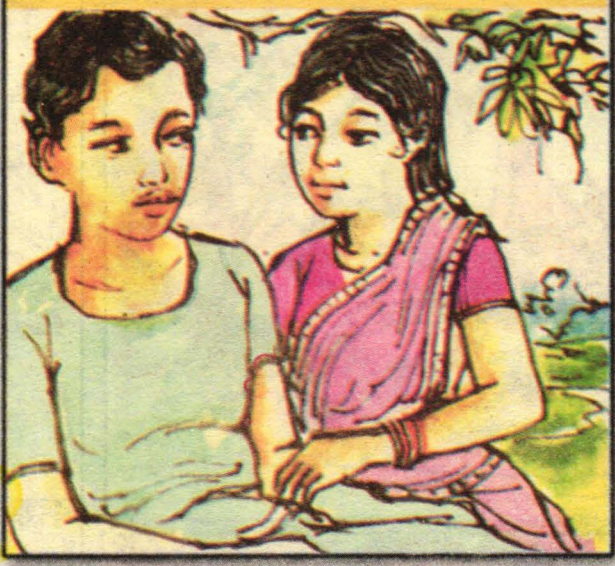

ভাইকে হারিয়ে দুলাল কাঁদে। মদীনা তাকে সান্তনা দেয়।

এদিকে এক গাছের নীচে ঘুমিয়ে থাকা আলালকে পেল এসে দুর গাঁয়ের এক বড় লোক পক্ষী-শিকারী, নাম দেওয়ান সেকান্দর। দেওয়ান আদর করে নিয়ে গেল আলালকে।

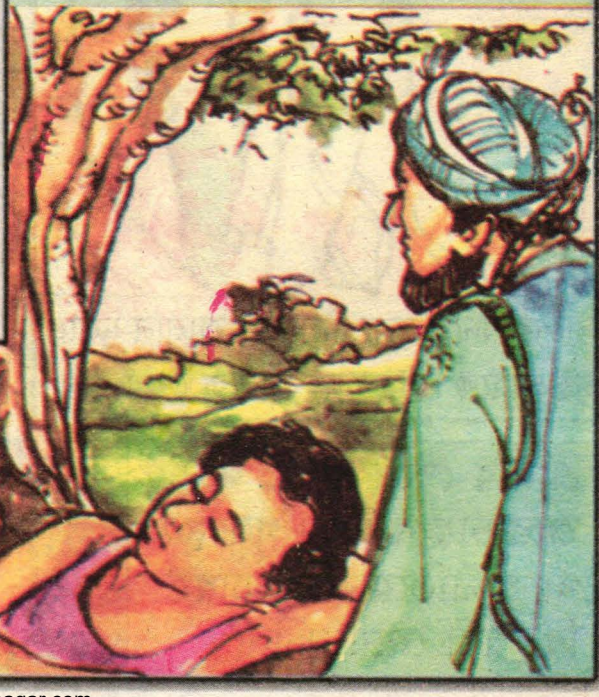

www.pathagar.com

দিনের পর রাত আসে। রাতের পর দিন।
দুলাল আর মদীনা ঘুরে বেড়ায় নদীর ধারে।

ঘুরে বেড়ায় ক্ষেত খালের আশে-পাশে।

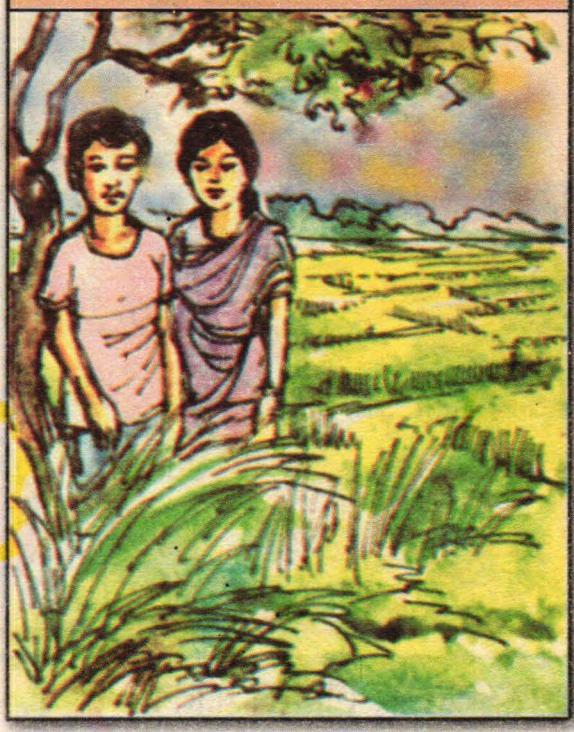

একদিন দুলাল-মদীনা ধরে আনে এক বুলবুলির বাচ্চা। আদর করে পিঞ্জিরায় ভরে সেই বাচ্চাকে।

www.pathagar.com

তারপর, যথাসময়ে একদিন বিয়ে হয় দুলাল-মদীনার!

এখন দুলাল ঘর-গিরস্থির মালিক। দুলাল মাঠে কাজ করতে যায়। মদীনা বাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে।

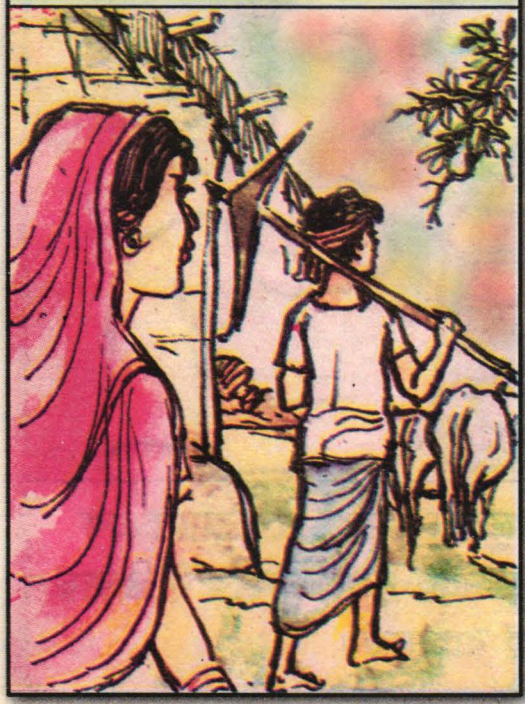

ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলে দু'জনেই।

www.pathagar.com

যথাসময়ে গৃহস্থ মারা যায়। বাপের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মদীনা তার বড় ভাই ও দুলাল খোদার কাছে দোয়া চায়।

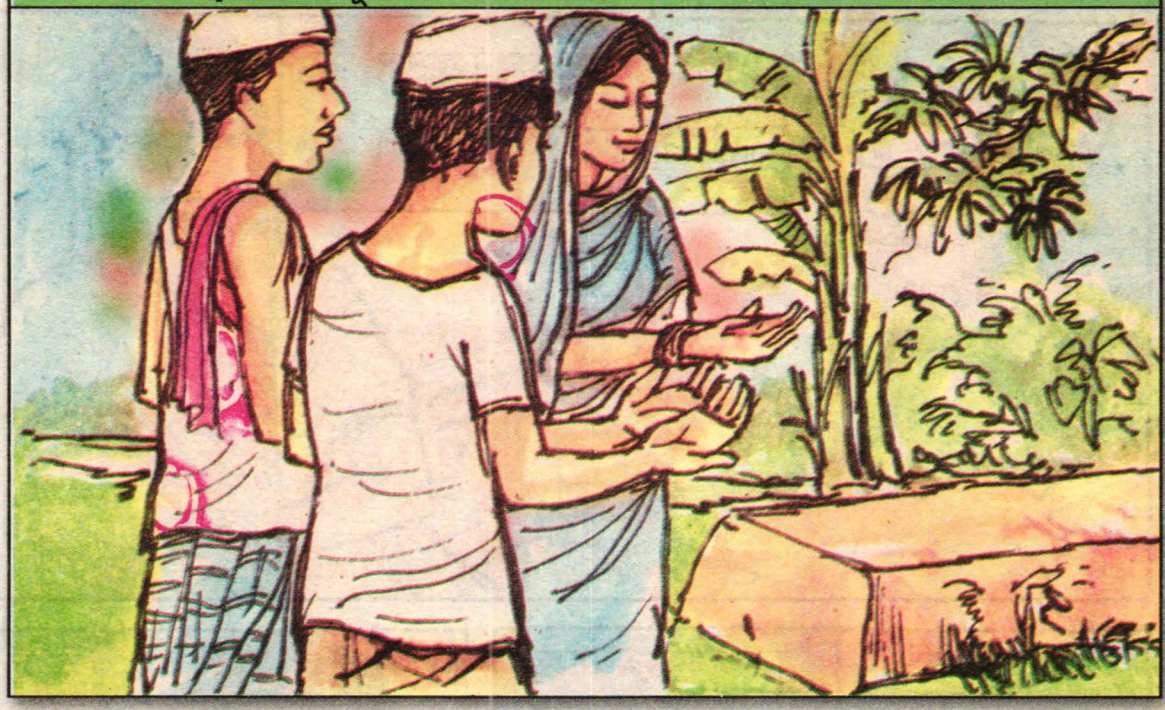

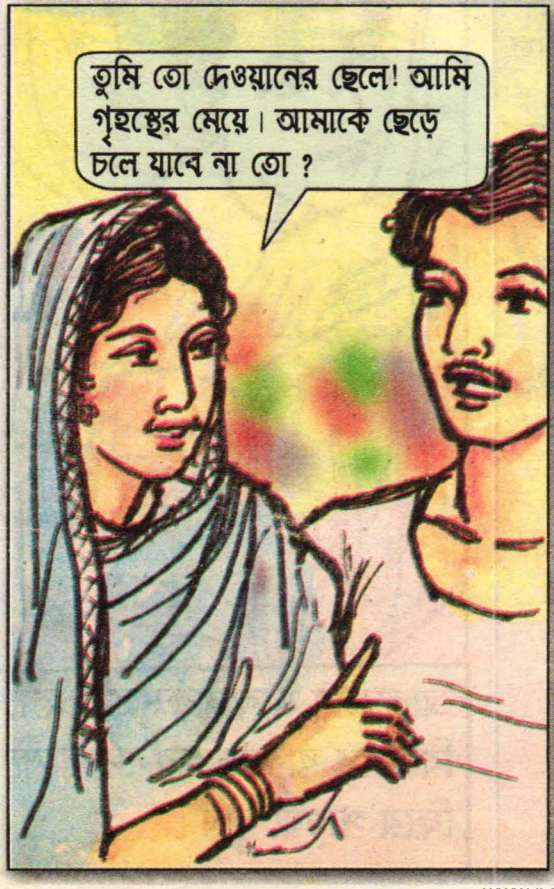

www.pathagar.com

এদিকে দেওয়ান সেকান্দরের বাড়ীতে কাজ করে আলাল। সেও এখন যুবক তার ব্যবহারে দেওয়ান খুব খুশী। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেন দেওয়ান ঃ

আলালের মনে একমাত্র চিন্তা, কি করে বান্যাচঙ্গের দেওয়ানী ফিরে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

একদিন দেওয়ান সেকান্দরকে বলে আলাল, সব কথা। তারপর পাঁচ শ' কামলা ও দু'শ ফৌজ চায় সেকান্দরের কাছে। উদ্দেশ্য বান্যাচঙ্গের দেওয়ান বাড়ী দখল করে সেখানে নিজেদের ঘরবাড়ী ঠিকঠাক করে নেওয়া।

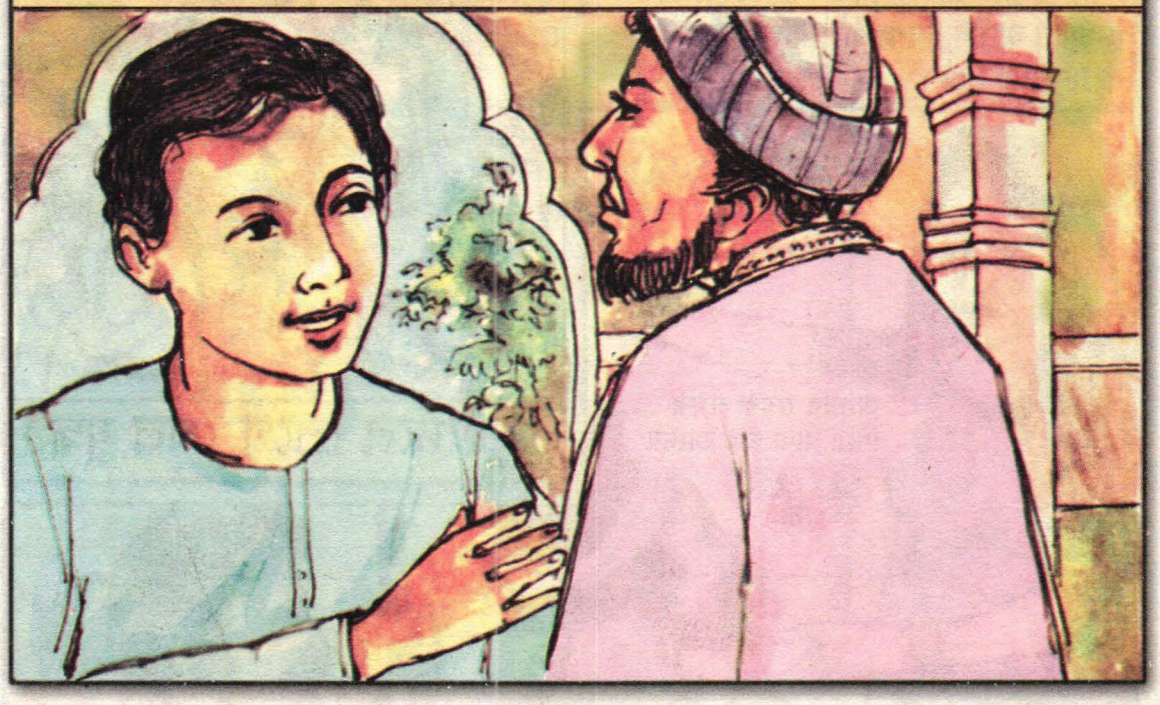

সেকান্দর দেওয়ান তাতেই রাজী হয়। তারপর আলালকে বলে তাদের মেয়েদের বিয়ের কথা

"আগে বাড়ী দখল করি। দুলালের সন্ধান করি। তারপর দুইভাই এক সঙ্গে বিয়ে করব।"

www.pathagar.com

সোনাফর দেওয়ান তখন বেঁচে নেই। ছেলেদের শোকে তিনিও মারা গেছেন। আলাল-দুলালের সৎমা শুনলঃ লোক-লস্কর নিয়ে কারা যেন দেওয়ান বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। সৎমা গর্জে উঠে।

দুই দলে লেগে গেল যুদ্ধ।

কিন্তু পরাস্ত হয়ে ভেগে গেল সৎমা রাতের অন্ধকারে বান্যাচঙ্গের আরাম-আয়েশ ছেড়ে।

www.pathagar.com

বান্যাচঙ্গ হাতে এল। কিন্তু আলালের মনে শান্তি নেই

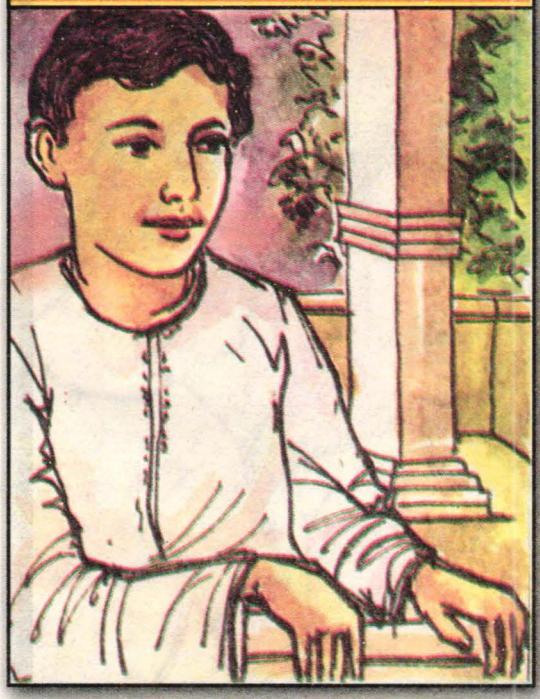

একেলা আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে।
দরিদ্রের বেশে মিঞা চলিল বিদেশে ॥

একদিন কাজলা কান্দাতে গিয়ে একদল রাখালের কাছে খবর পেল।

তারপর দুই ভাইয়ে দেখা হলো বহুদিন পর
দুলালকে বুকে জড়িয়ে ধরল আলাল।

www.pathagar.com

আলাল কয় দুলালরে ঃ
শোন পরানের ভাই।
দেওয়ান গিরী করি গিয়া
চল বাড়ী যাই।

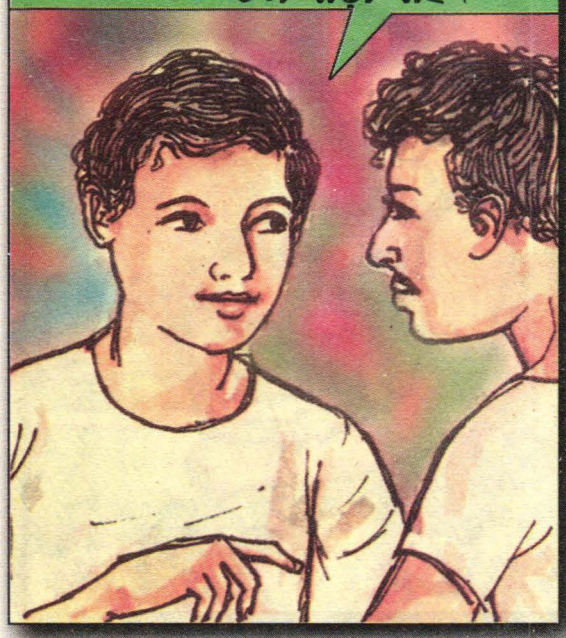

কহে তো দুলাল পরে এই কথা শুনিয়া।
গিরস্থের কন্যারে যে করিয়াছি বিয়া ॥

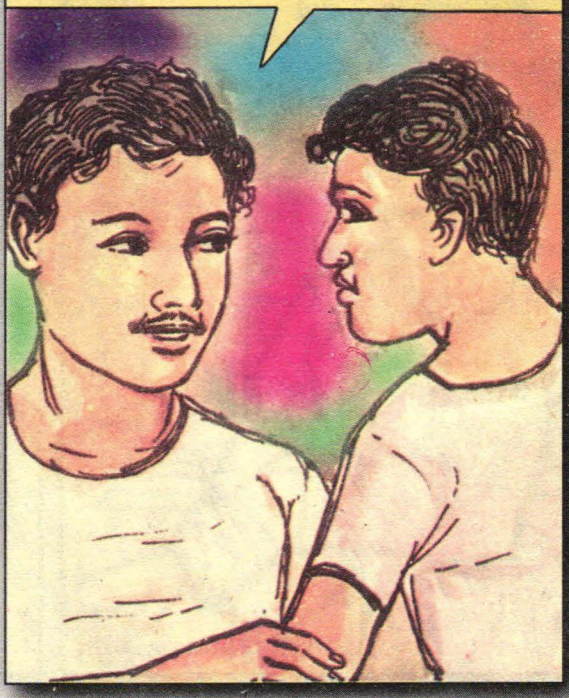

আরও বলে দুলাল-মদীনা ও ছেলে
সুরত জামালের কথা।
তাদের ছাড়িয়া যাই কেমন করিয়া।

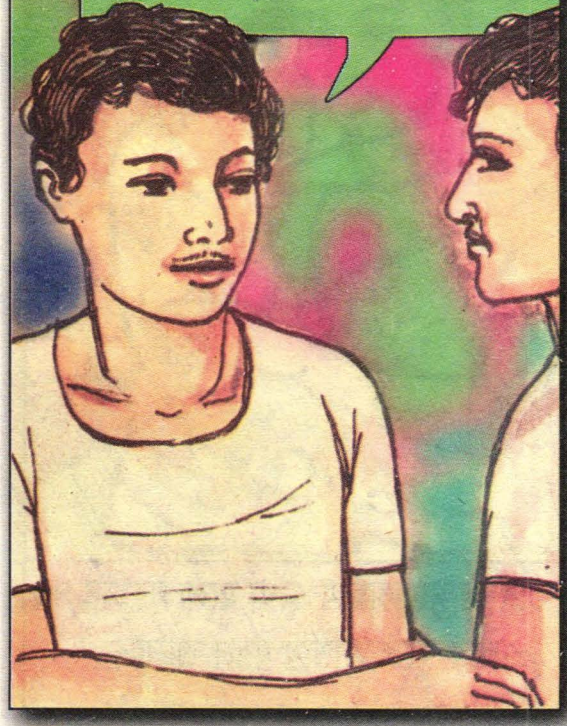

'শোন দুলাল ভাই।
তালাক নামা লেখ্যা গেলে অধর্ম কিছুই নাই।
জাতি থাকিবে না সেখানে থাকিলে।
কিসের সংসার কও জাতি না রহিলে ॥

www.pathagar.com

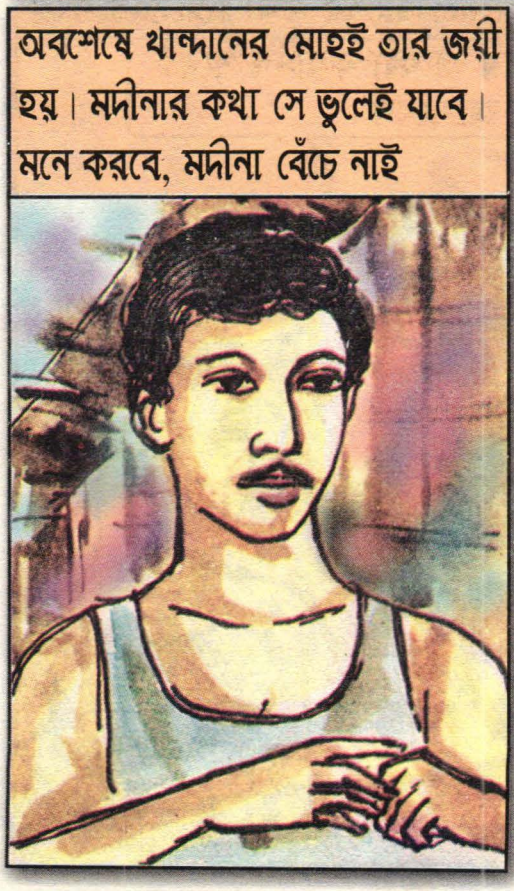

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিন্তু দুলাল-ছাড়া মদীনার আর কাটে না। একলা বসে বসে সে দুলালের কথাই ভাবে।

তালের পিঠা বানায় মদীনা।

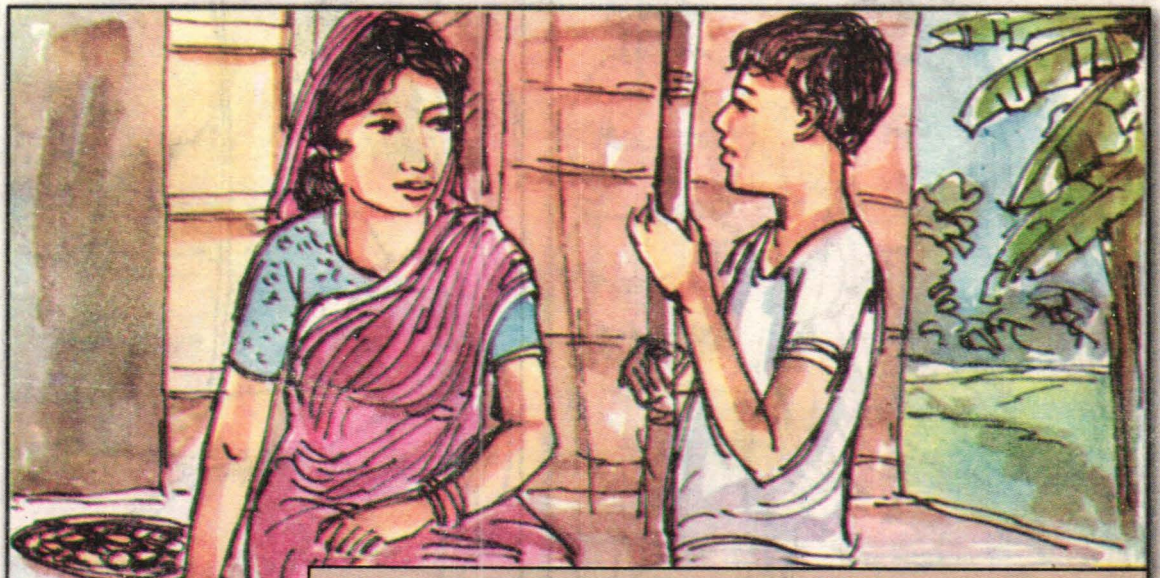

কিন্তু দুলাল আসেনা। তালের পিঠা সামনে নিয়ে বসে থাকা মদীনার কাছে এসে দাঁড়ায় সুরত জামাল।

www.pathagar.com

তবু মদীনা অন্য কিছু ভাবতেই পারে না।
'শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে তুলিয়া॥'
আর পাশে দাঁড়িয়ে দেখে জামাল।

তবু দুলাল আর আসেনা। এবার মদীনার মন
কেঁপে ওঠে। মলিন মুখে সে ছিক্কার পাশে দাঁড়ায়

বাইর বাড়ীতে দাঁড়িয়ে দুলালের ফিরে
আসা পথের পানে চেয়ে থাকে।

www.pathagar.com

এমনি করে ছয় মাস কেটে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মদীনা ভাবে। চোখে তার আঁসুর ধারা।

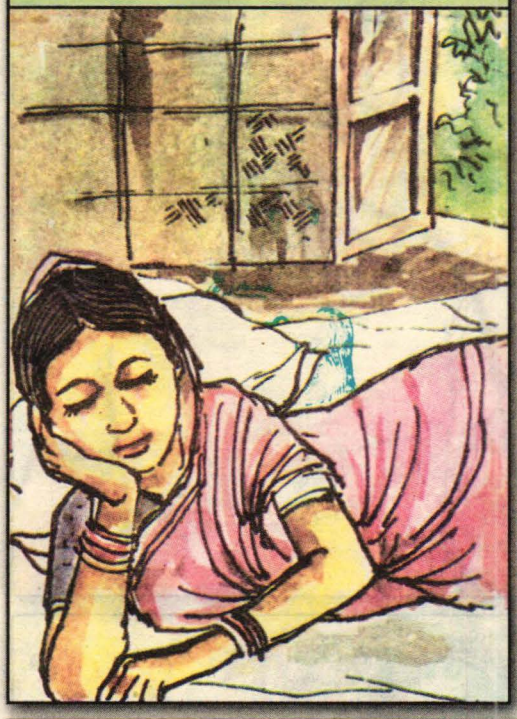

অবশেষে বড় ভাইকে ডাকেঃ

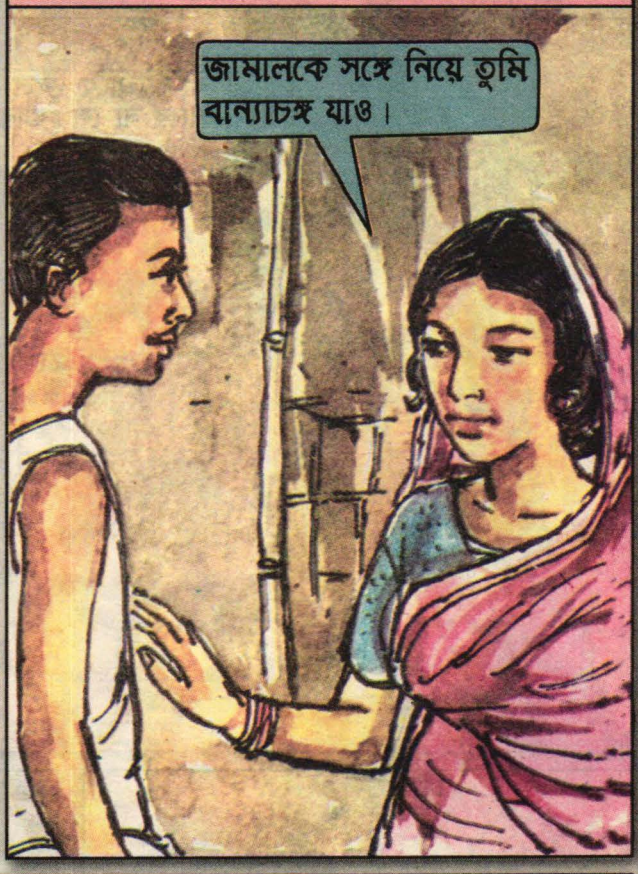

ভাইয়ের মনে অশান্তি

www.pathagar.com

কিন্তু তা বিশ্বাস করতে পারেনা মদিনা। সে ভাবে আলাল ফেরেস্তার মত। সে এমন কাজ করতে পারে না।

না আমাকে ভুলে যেতে পারে না সে। তার নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

অগত্যা ভাই যেতে রাজী হয়। জামালকে সাজিয়ে দেয় মদিনা নিজের হাতে।

ভাই ও সুরত জামাল রওয়ানা দেয়। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে তা-ই দেখে মদিনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তোমরা এখান থেকে চলে যাও। সবাই যদি দেখে, যদি জানে আমাদের পরিচয়, তবে যে আমার অসম্মান হবে !

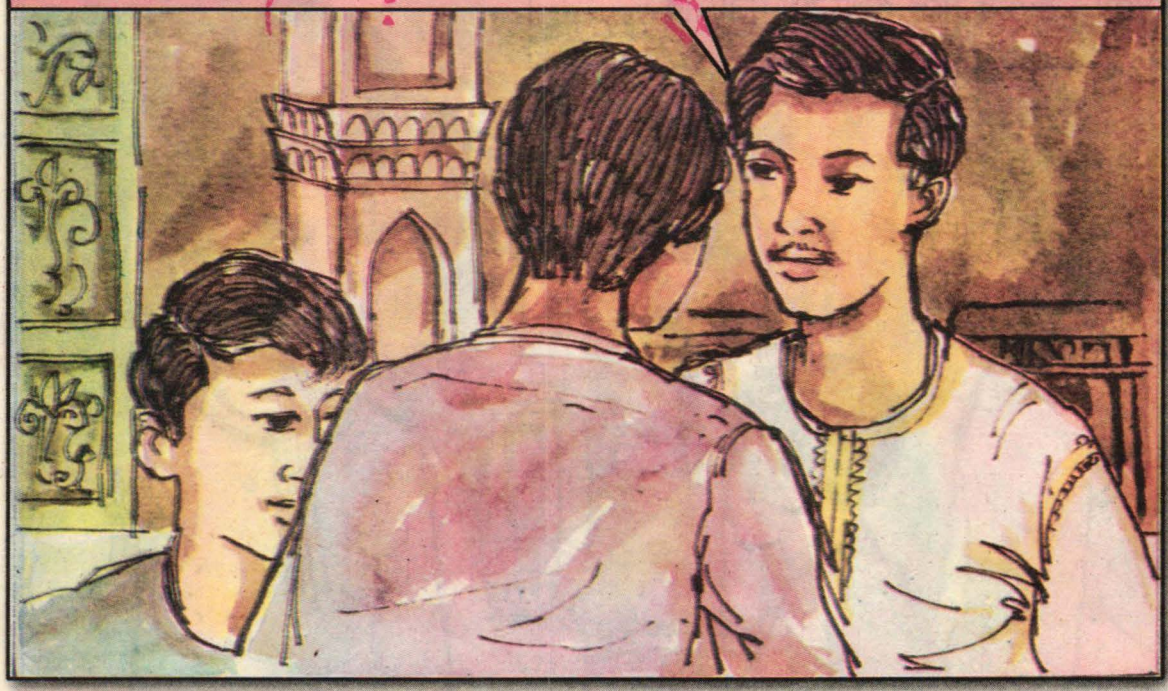

তোমাদের ক্ষেত-খলা আছে তাই চাষ করে দিন গুজরান করগে।

কথাগুনে জামাল নীরব। মদীনার ভাই যাফর মনে খুব দুঃখ পায় ঃ

দুলাল, আমাদের পরিচয়ে আজ তোমার সম্মান থাকেনা! একদিন আমাদের ভাতে তোমার প্রাণ বেঁচেছিল!

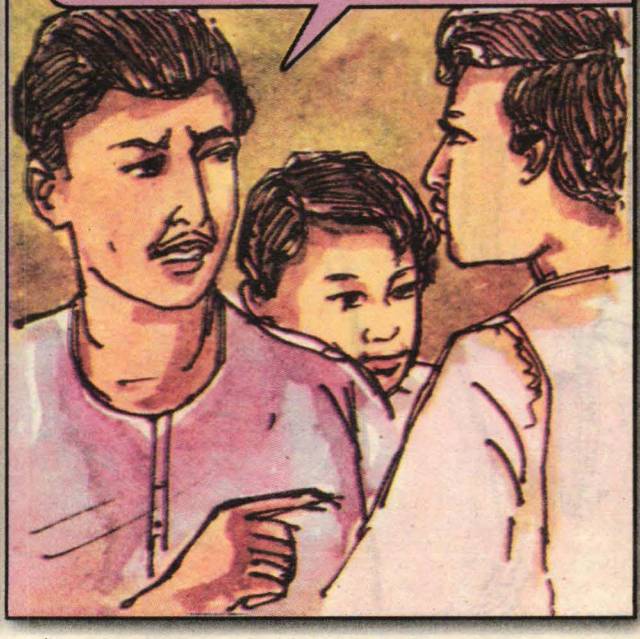

www.pathagar.com

ফিরে আসার আগে পানি টলমল চোখে জামাল বাপকে দেখে নেয়!

জামালের দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে দুলাল মুখ ফিরায়

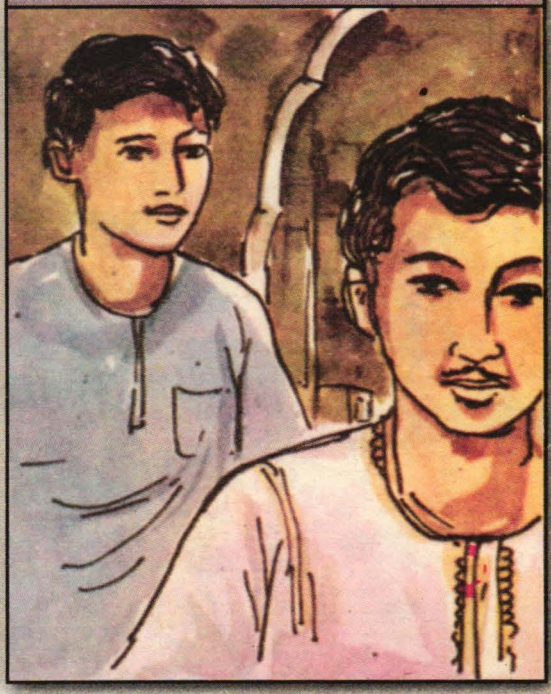

যে পথে গিয়েছিল, সেই পথেই ফিরে চলে সুরত জামাল ও মদীনার ভাই।

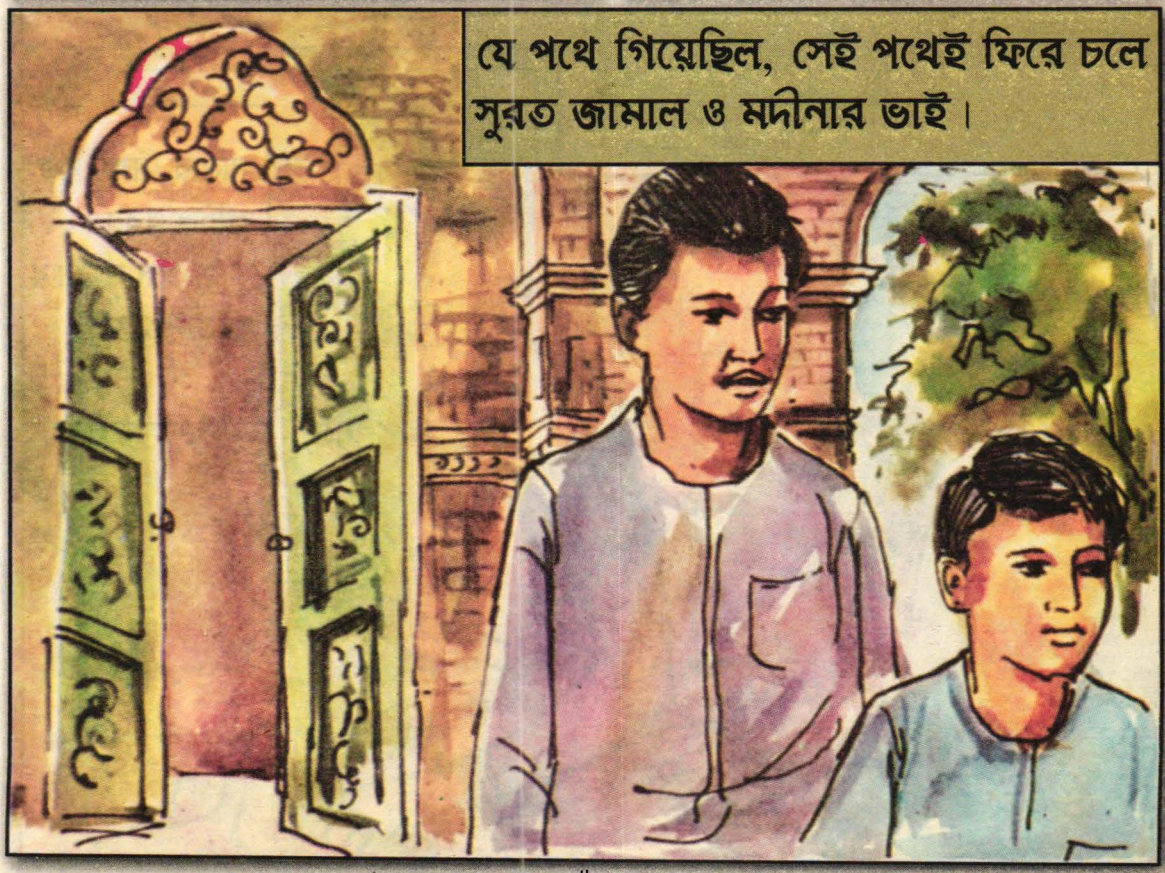

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মদীনা সব শুনে শোকে আকুল হয়ে গেল।

'আল্লা' কি লেখছ কপালে!
বনের পংখী অইয়া যেমন
উইড়া গেল চইলে!!

মদীনা গিয়ে পিঞ্জিরা থেকে
বুলবুলিটাকে ছেড়ে দেয়।

সর্বহারা মদীনা ভাবে আগেকার কত কথা!
সকল সুখে-দুঃখে দুলাল ছিল তার পাশে।

www.pathagar.com

অতীতের কথা মদীনা কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারে না।

স্বামীর জন্যে ভাত বেড়ে বসে থাকত মদীনা! স্বামী আসত বন্দের কাজ সেরে।

গরুর জন্য দুলাল ঘাস কাটত, আর গরুর চাড়িতে পানি দেওয়ার জন্য কলস কাঁখে দাঁড়াত এসে মদীনা।

ঘরের চালে লাউগাছের ডগা উঠিয়ে দিত দুলাল। নীচে দাঁড়িয়ে তাই দেখত মদীনা!

দুলাল গাছ থেকে লাউ পেড়ে এনে দিত গাছের কাছে দাঁড়ানো মদীনার হাতে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

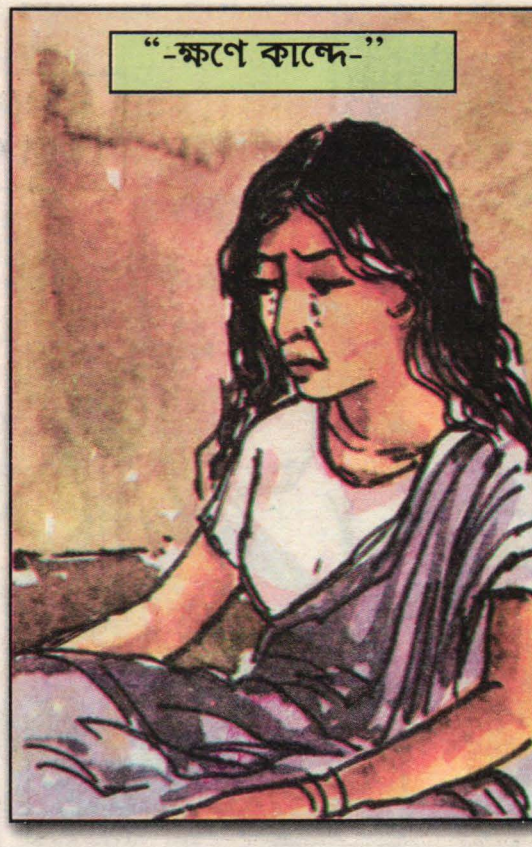

www.pathagar.com

www.pathagar.com

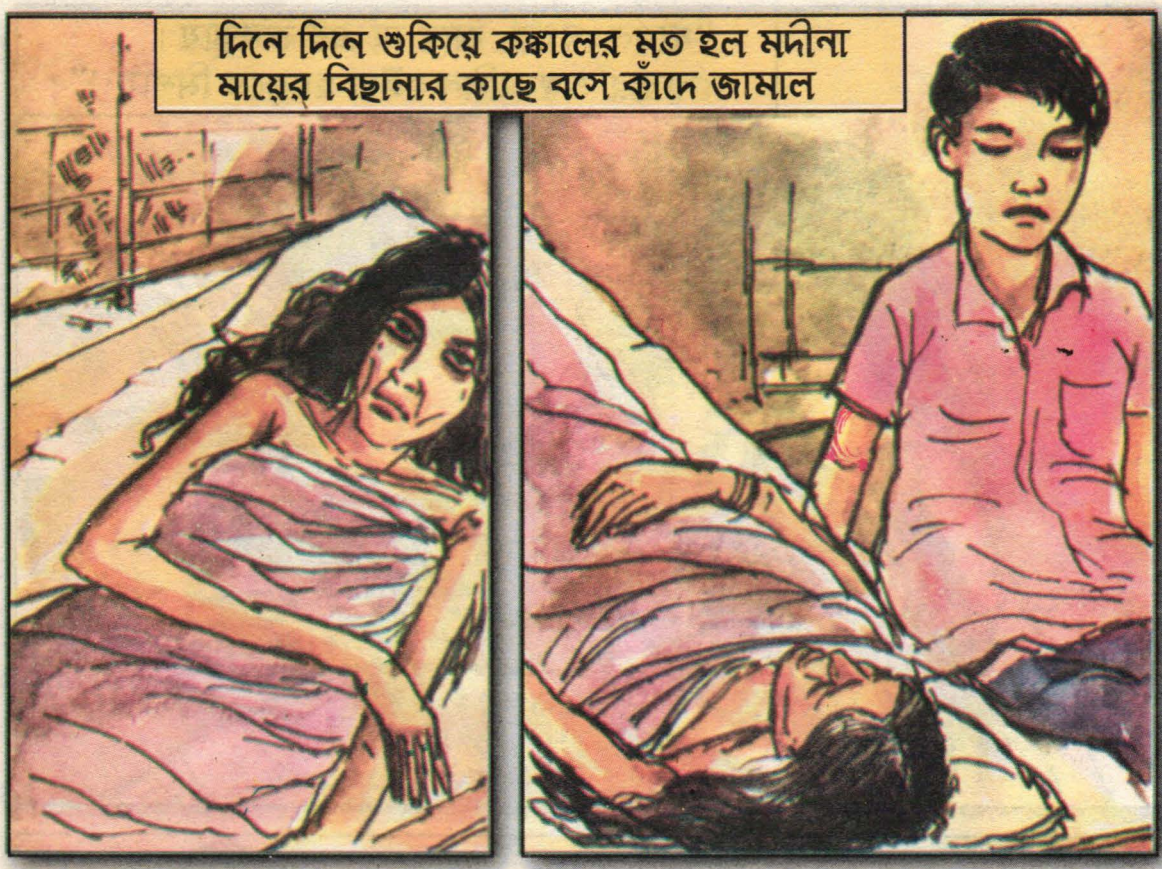

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মদীনাকে ডেকে কোন উত্তর পায়না দুলাল।

সুরত জামাল এই না ডাক শুনিয়া। দুলালে দেখিল ঘরের বাহির হইয়া!!

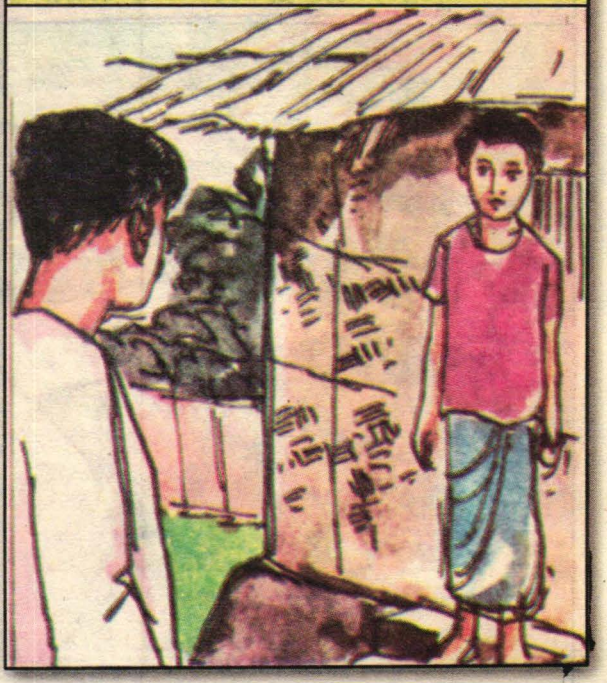

দুলাল জিগায়, জামাল মদীনা কোথায়! চোখে হাত দিয়া জামাল কবর দেখায়!!

www.pathagar.com

কবর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া!
কান্দিতে লাগিল পুত্র মায়ের লাগিয়া!!
দুলাল পড়িয়া কান্দে কবরের উপরে।

হায় গো আল্লা এ আমার কি সর্ব্বনাশ হল!

মদিনা বিবি উঠ্যা কও কথা
তোমার প্রাণে আমি আর দিবনা ব্যথা।

www.pathagar.com

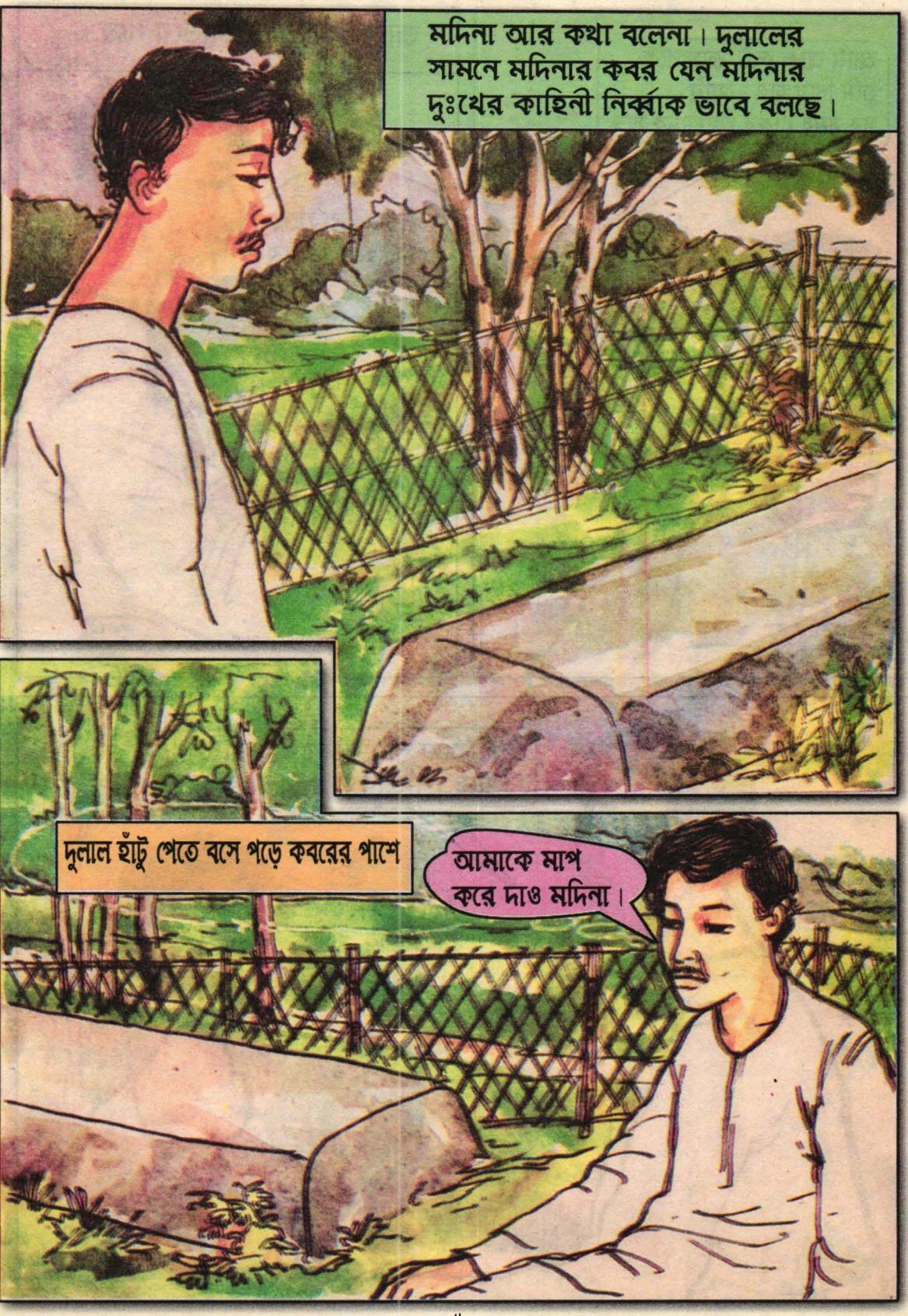

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মদিনার ভাই তাকে কুঁড়েঘর ছেড়ে তার নিজের ঘরে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু মদিনাকে কবরে রেখে সে কিছুতেই যাবে না

জামাল বড় হয়। নিজের বড় বাড়ী তৈরী করে বাপকে নিজের ঘরে নিতে চায়। দুলাল জামালকে আদর করে ঘরে যেতে বলে। সে থাকবে এই কবরের পাশেই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

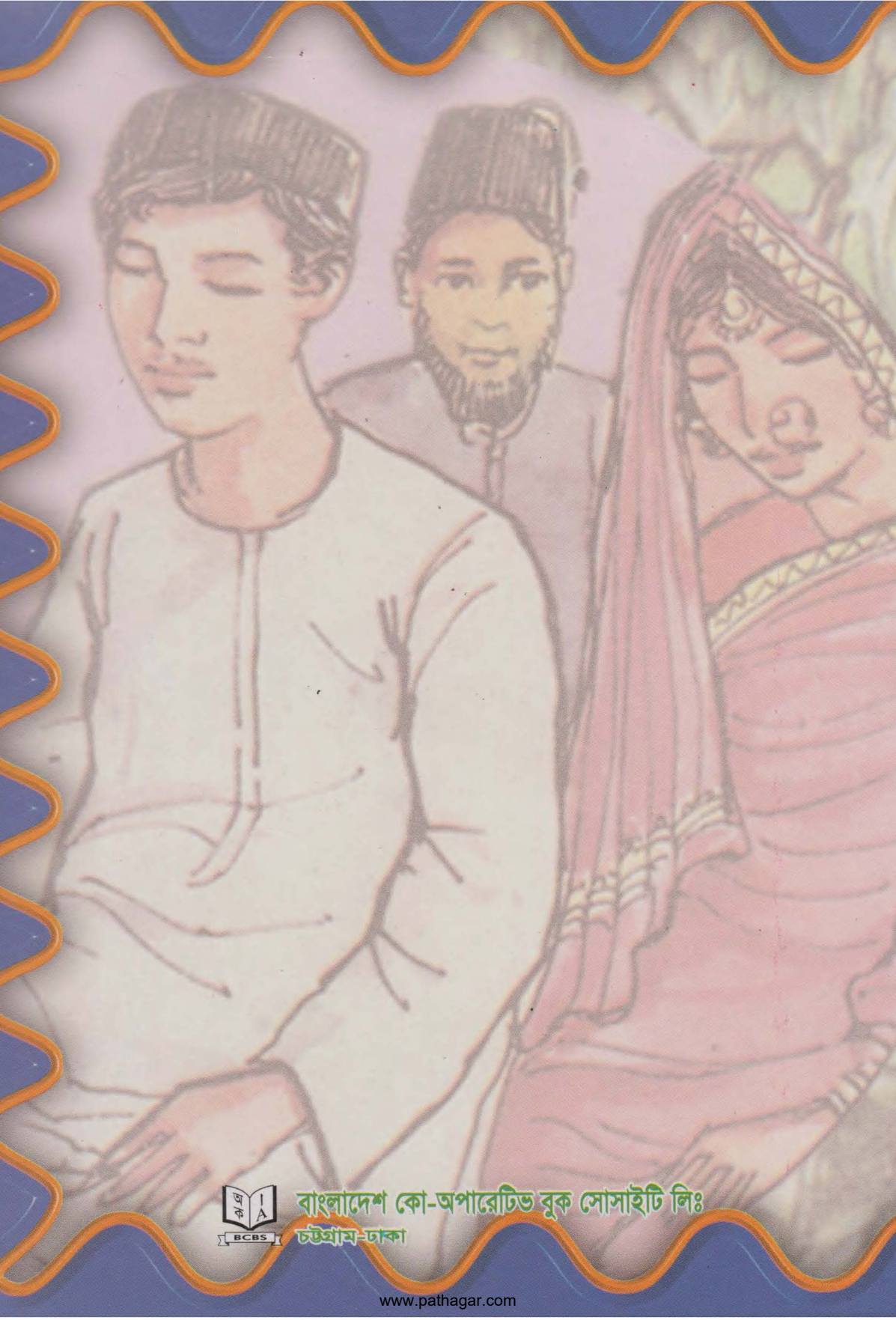

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com